দৈনিক বাংলা

3 / 100
তারিখ 22 NOV. 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 2 কলাম 3 ... ...

টিউটোরিয়াল আর কোচিং সেন্টার

গ্রামণ্গল থেকে লেখা চিঠি। ছোট্ট। লিখেছেন 'জলিল' নামের একজন। জানিয়েছেন, তিনি 'প্রতারিত' হয়েছেন। বিশেষ বিষয় বা ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞপ্তিতে 'আকৃষ্ট হয়ে' একটি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন। কোর্স শেষে সেখান থেকে 'রেজিস্ট্রেশনবিহীন সার্টিফিকেট' পেয়েছেন। সবশেষে মন্তব্য করেছেন 'কোর্স পূর্ব ও কোর্স উত্তর সময়ের মধ্যে আমার সত্যিকার অগ্রগতি কেবল সময়ের ব্যবধান মাত্র।' চিঠিটি গতকালের একটি দৈনিকে প্রকাশিত।

জলিল সাহেবের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর দুঃখ গভীর। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি জানিয়েছেন, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যঙের ছাতার মতোন টিউটোরিয়াল ও কোচিং সেন্টার পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠছে। .... এইসবের মধ্যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানও আছে। আসলে দুঃখটি শুধু তার একার বা সমস্যাটি কেবলমাত্র গ্রামণ্গলের নয়। ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য[illegible]দিত 'টিউটোরিয়াল' ও 'কোচিং সেন্টার'-এ ছেয়ে গেছে গোটা দেশটাই। এই মহানগরীতে তো তা আরও বেশিই।

পথে ঘাটে বেরুলেই তাঁর চিহ্ন দেয়া সাইনবোর্ড দেখা যায় 'অমুক টিউটোরিয়াল' বা 'অমুক কোচিং সেন্টার'। স্কুল কলেজের গেটে বর্ণালি লিফলেট বা হ্যান্ড বিল সেঁটে রাখা হয়—'মাত্র অত টাকায় ভালো কোচিং এর সুবর্ণ ব্যবস্থা'। দেয়ালে দেয়ালে এমনি প্রচারপত্র হাজারে হাজারে আর পত্র-পত্রিকাগুলো তো ভরেই থাকে সুললিত ভাষার গুরু-গম্ভীর টিউটোরিয়াল কোচিং-এর বিজ্ঞাপনে।

এসব বৃথা যায় না। মানুষের আকর্ষণ জায়াগ, কৌতুহল বাড়ায়। মানুষ খোঁজ-খবর নিতে যায়। গিয়ে চুম্বকের মতোন যেন লেপটে যায়। এইসব ক্ষুদে বিদ্যাপীঠের মাহাত্ম্য ও ফজিলত শুনে ধার দেনা করে হলেও সন্তান ভর্তি করে দেয়। হ্যাঁ, ধারটার করতে হয়। কারণ এদের মাসিক অংক একেবারে সামান্য নয়, আর খুব কম ক্ষেত্রেই তা মাসে মাসে দিলে হয়। বেশির ভাগ জায়গাতেই 'পুরো কোর্সের' টাকাটা এককালীন আগাম দিয়ে দিতে হয়। আর আশ্চর্যের বিষয়—এই একটি ক্ষেত্রে দর কষাকষির সুযোগ নেই।

এইসব স্ব-ঘোষিত টিউটোরিয়াল বা কোচিং সেন্টার-এর সব দিকেই পোয়াবারো। লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনের বালাই তো নেই-ই প্রয়োজন নেই দর্শন পরিদর্শনের। ফলে যেসব মানে পড়ানো হয়, সেসব জায়গার পয়-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না, তাতে বসার স্বাচ্ছন্দ্য আছে কি নেই, তা কেউ দেখতে চায় না, জানতে চাওয়া হয় না ওখানে নিয়মিত আলো-বাতাস খেলে কিনা। আর যারা জ্ঞানদান করেন, তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না।

কেন এমন সম্মোহনী হলো এসব মিনি প্রতিষ্ঠানের, কী এমন ধন্বন্তরী এদের, কোন মন্ত্রে এরা এমন নিয়ন্ত্রণবিহীন—এ প্রশ্নগুলো এখন উঠতে শুরু করছে।

সেই পুরনো প্রসঙ্গেই ফিতে যেতে হবে তাহলে। একথা তো অস্বীকার করার পথ নেই। শিক্ষাঙ্গণে এখন নিদারুণ নৈরাজ্য চলছে। সোজা কথায় শিক্ষা শিকেয় উঠেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা তথৈবচ। সরকারী, বেসরকারী কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের অবস্থায় নেই, কেবল সমস্যার রূপ ভিন্নতর। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বলতে গেলে হাঁপাচ্ছে—পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিটের ক্লাসে আশি-নব্বুইর মতোন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করবে কোন কমপিউটর দিয়ে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও আছে আরেক ধরনের অস্বস্তির মধ্যে। কোথায়ও দরকারের চেয়ে শিক্ষক বেশি কোথাওবা শিক্ষক সংকট। আবার সরকারী ও বেসরকারীর মধ্যে এতো বলাবলির পরেও এমন বৈষম্য কেন, এ মুহূর্তে কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক তা-ও। কেননা পরিণামটাই এখন আলোচনার লক্ষ্য।

ফলাফল বা পরিণাম—নাম যা-ই হোক, ব্যাপারটি হচেছ হযবরল। পড়াশোনার ভান চলছে সর্বত্র, পড়ালেখা নয়। এতো শিক্ষার্থী, ক্লাসে ব্ল্যাক বোর্ড দেখা যায় না, কিংবা শোনা যায় না শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কণ্ঠ, তাই দিতে হয় নতুন পরামর্শ, খুলতে হয় কোচিং কেন্দ্র। শিক্ষক কম, ক্লাসে বেশি? এই সংকটের সমাধান একই—প্রাইভেট কোচিং। টিচারকে কাছে এবং অন্তরঙ্গভাবে পেতে হলে টিউটোরিয়াল—এই হচেছ শিক্ষার ভুবনে নব্য হালচাল। স্কুলে বা কলেজে শিক্ষার্থীর সব খাতা টিচার দেখার সময় পান না, কিন্তু টিউটোরিয়াল-এর টিচার সেই সময়টুকু পান, কাজেই ক্লাসের চেয়ে কোচিং সেন্টার অধিক বস্তুবান! টিউটোরিয়াল-এ শিক্ষার্থী পড়ে গ্রুপে গ্রুপে, একের পর এক, তাতে করে মাথা গোনা চেহারা দেখা খোঁজ নেয়া সহজ। টিচারদের শ্রমলব্ধ নোট পরিবেশিত হয় কোচিং সেন্টারে, স্কুলে কলেজের সাধারণ ক্লাসে নয়। এ কারণেই কোচিং সেন্টার বা টিউটোরিয়াল সেরা বলে বিবেচিত।

স্কুল বা কলেজ এখন যেন পোস্ট অফিসের মত, নির্বাচনী পরীক্ষা নিক বা না-নিক। টাকা নিয়ে ফরম পূরণ করে বোর্ডে পাঠানোর স্বীকৃত-মাধ্যম বা যন্ত্র। কলেজে তাও লাগে না—একবার ভর্তি হলেই নির্বাচনী পরীক্ষা দেয়ার অধিকার।

সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভাগ্যই যে টিউটোরিয়াল-কোচিং-এ পয়মন্ত তা নয়, টিউটোরিয়াল বা প্রাইভেট কোচিং এর জন্য ঐ ভাগ্যটির দরকার হয়। কে কতো ভালো পড়লেন, আজকের দিনে তা ততো বিবেচ্য নয়। যতোটা বিবেচ্য কার সাজেশন কতোটা অব্যর্থ হয়। অতএব আর কোচিং সেন্টারে বা টিউটোরিয়ালে পড়ুয়া সরলমতিদের সমালোচনা করে কী লাভ। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি অপ্রিয়ও বটে। তা হচেছ স্কুলে কলেজে পড়া হয় না বলেই কি এসব বাড়তি সেন্টারের উদ্ভব? নাকি এই কেন্দ্রগুলোর জন্যই শিক্ষায়তনের পাঠদান এখন অসার? জবাব অবশ্য জটিল নয়। এর জন্য দায়ী আজকের বাণিজ্যিক মানসিকতা। প্রাইভেট পাঠ আগেও ছিল—কিন্তু তা কোনও অবস্থায়ই শ্রেণীকক্ষের সমতুল্য নয়। ক্লাসের পড়ার কাছে আর কোন[illegible] ধরনের শিক্ষার ঠাঁই ছিল ন[illegible] গৃহপাঠ ছিল ক্ষেত্র বিশেষে অগত্যা পাঠ। কালের কল্যাণে পরিবেশের চাপে এবং সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ব্যবস্থার গুণে বিদ্যাপীঠ থেকে বিদ্যা অন্তর্হিত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অর্থের নিরিখে তা প্রাইভেট ব্যবস্থাপনায় আহরিত। এ আহরণে মান বা জৌলুস যতোটা—গুণ ততোটা নয় কেননা শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষা গ্রহণকারী উভয় পক্ষের লক্ষ্য স্থির ও স্পষ্ট। শর্ট-কাটই তাই পন্থা, এর বেশি কিছু নয়।

কেবল এসএসসি-এইচএসসি পর্যায়ে নয়—এমনি কেন্দ্র আছে উচচ পর্যায়ে ভর্তির জন্যও। এইচএসসি পরবর্তী যে কোনও ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য এমন রমরমা টিউটোরিয়াল প্রচুর আর্থিক মুনাফায় নিরলস কাজ করে যাচেছ।

আরও আছে—ইংরেজী শিক্ষার জন্য কোর্স পরিচালন কেন্দ্র। তিন মাসে কি ছয় মাসে ভাষার বুদবুদ ছড়িয়ে দেবে—এমন আহ্বানে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ক্লাস করতে থাকে। ফলাফল যা-ই হোক—সার্টিফিকেট একটা জোটে—কেজানতে আসে সেটা পরে কী কাজে লাগে—কতটুকু লাগে।

একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে আমরা আজ সবচেয়ে বেশি হাবুডুবু খাচ্ছি 'শিক্ষার' বিষয়ে। এই একটি ক্ষেত্রের শূন্যতার জন্যই এইসব পার্শ্ব-উপাচার মাথাচাড়া দিতে পারছে। ছোট্টকালে কিন্ডারগার্টেন আর কৈশোর-উত্তীর্ণ হয়ে প্রাক-তারুণ্যে ও ভরা তারুণ্যে কোচিং সেন্টার—এই দুই ব্যয়বহুল উৎপাত আজকের শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশে এক ভয়াবহ অভিশাপ।

যে সব কারণে এদের জন্ম ও প্রসার, তা অজ্ঞাত নয়। তা হলে এর নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রতী হতে বাধা কোথায়? আমরা যেন চলেছি সবাই উল্টো-গতির ঘোড়ায়। এ দেশে মানুষ আজ হাসপাতাল ছেড়ে ক্লিনিকে যেমন দৌড়ায়—তেমনি ছোটে স্কুল-কলেজে নাম লিখিয়ে রেখে। টিউটোরিয়ালে ও কোচিং সেন্টারের দোর গোড়ায়। বিশেষ-জ্ঞান না ধারণ করেও সাধারণ জ্ঞানেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—এ ভালো নয়।

—হোসনে আরা শাহেদ